DUMKAL COLLEGE

SANSKRIT STUDY MATERIALS 3RD & 4TH SEM (MINOR)

Course Code: SANS-MIN-T-02

প্রঃ মূর্খ পদ্ধতি বিষয়ে ভর্তৃহরির মতামত আলোচনা কর। মান-১০

উঃ ভর্তৃহরির মতে, জগতে তিন রকমের মানুষ দেখা যায়– বিজ্ঞ, অজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞানী বা পন্ডিতম্মন্য। মূর্খ শব্দের দ্বারা এখানে শেষোক্তদের কথাই বলা হয়েছে। হঠকারিতাই তাদের স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের চেষ্টায় অসাধ্যসাধনও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মূর্খ লোকের মনোরঞ্জন করা অসম্ভব ব্যাপার। যিনি সৎ উপদেশের সাহায্যে মূর্খ লোককে বিপথ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন, তাঁকে পরিণামে উপহাসের পাত্র হতে হয়।

যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁরা অসূয়াগ্রস্ত, সকলকে এড়িয়ে চলেন। যাঁদের প্রভুত্ব আছে তাঁরা গর্বভরে উদ্ধত, অহঙ্কারী। যাদের জ্ঞান নেই তারা জড়বুদ্ধি, মূর্খ। নীতিকথা তাদের অন্তরে প্রবেশ করে না, কর্ণেই স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রকৃত মূর্খ ব্যক্তিকে সহজেই প্রসন্ন করা যায়। কারণ, তার মূর্খতা সম্বন্ধে সে নিজেই জানে এবং নিজেকে মূর্খ বলেই মানে। সেজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিকে সে মান্য করে এবং তাঁর কথায় সে বিশ্বাস করে। তাই প্রকৃত মূর্খ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করা সহজ।

বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আরও সহজে প্রসন্ন করা যায়। কারণ তিনি জ্ঞানী, তাই অল্পেতেই সন্তুষ্ট। তাঁর কতটা প্রাপ্য তা তিনি জানেন। কাজেই যতটা পান, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। যা পান না, তাকে তিনি তাঁর অপ্রাপ্য বলে মনে করেন। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

কণামাত্র শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য যিনি পন্ডিতম্মন্য, অর্থাৎ যিনি মূর্খ হয়েও নিজেকে পন্ডিত মনে করেন, তাঁকে ব্রহ্মাও সন্তুষ্ট করতে পারেন না। কারণ কোন কিছুই তাঁর কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয় না। সর্বদা তিনি ভাবেন, তাঁর প্রাপ্য আরও বেশী হওয়া উচিত। কবি ভর্তৃহরি বলেছেন– মকরের মুখের মধ্যে অবস্থিত দাঁতের মধ্যস্থল থেকেও জোর করে মণি সংগ্রহ করা যেতে পারে, চঞ্চল তরঙ্গমালায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রও সাঁতার দিয়ে পার হওয়া যেতে পারে, ক্রুদ্ধ সর্পকেও পুষ্পস্তবকের মতো মস্তকে ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু দুরাগ্রহ-কবলিত মূর্খলোকের চিত্তকে প্রসন্ন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, অসম্ভব কাজও কখনও সম্ভব হতে পারে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার মাধ্যমে। কিন্তু শত-সহস্র চেষ্টা করেও পন্ডিতম্মন্য মূর্খ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

বালি শুষ্ক পদার্থ। বালির মধ্যে কখনও তেল পাওয়া যায় না। কিন্তু যত্নের সঙ্গে পেষণ করলে বালির মধ্যেও হয়তো তেল পাওয়া যেতে পারে। মরীচিকাতে জল পাওয়া যায় না। কিন্তু হয়তো কখনও কোন তৃষ্ণার্ত মানুষ মরীচিকাতে জল পান করতে পারেন। খরগোশের কোন শৃঙ্গ হয় না। কিন্তু কোন ভ্রমণকারী হয়তো কোন একদিন খরগোশের

শৃঙ্গ সংগ্রহ করতে পারেন। উপরিউক্ত সব বিষয়গুলিই অলীক, তাই অসম্ভব। এই অসম্ভব কাজগুলিও হয়তো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু অসংখ্যবার চেষ্টা করেও পন্ডিতম্মন্য মূর্খ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা যায় না।

কোমল মৃণালদন্ডের তন্তু দিয়ে দুষ্ট হাতিকে বন্ধন করা যায় না। সে অতি সহজেই সেই বন্ধনকে ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। শিরীষফুলের অগ্রভাগ দিয়ে হীরকখন্ড বিদারণ করা যায় না। তাতে শিরীষফুলই ছিন্ন হবে, হীরকখন্ডে কোন আঁচড়ই লাগবে না। মধু মিষ্ট, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিন্দু বিন্দু মধু দিয়ে লবণসমুদ্রের মধুরতা উৎপাদন করা যায় না। উপরিউক্ত সব বিষয়গুলিই অসম্ভব। ঠিক তেমনি, অমৃতবর্ষী নীতিকথার মাধ্যমে কোন পন্ডিতম্মন্য দুর্জন মূর্খ ব্যক্তিকে সৎপথে আনা যায় না। এই কাজ অসম্ভব।

মৌনীভাব অবলম্বন মূর্খ লোকের বিশিষ্ট ভূষণ। মৌনীভাব তাদের অজ্ঞতার আবরণ এবং অত্যন্ত হিতকারী। যে সভায় সকলেই বিদ্বান, সেই সভায় মৌনতা অবলম্বনই মূর্খ লোকের বাঁচার একমাত্র উপায়। সুদর্শন সুসজ্জিত কোন মূর্খ ব্যক্তিকে দূর থেকে খুব সুন্দর দেখায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা না বলে। কিন্তু কথা বললেই তার মূর্খতা ধরা পড়ে যায়। তাই শাস্ত্রে আছে–

"দূরতঃ শোভতে মূর্খঃ লম্বমান্ সুপটাবৃতঃ।
তাবৎ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।।"

মূর্খ ব্যক্তির জ্ঞান কূপমন্ডুকের মতো অসম্পূর্ণ, অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো খন্ডিত। কিন্তু তার মধ্যে সবজান্তার অভিমান পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। মূর্খ ব্যক্তি যদি কখনও বিদ্বান ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে তাঁর কাছে কিছু জ্ঞান লাভ করে, তখন তার সেই অভিমান দূর হয়। তখন তার মনে বিশ্বাস জাগে যে সে প্রকৃতই মূর্খ। শরীর থেকে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার মতো, তার শরীর থেকেও তখন অভিমান দূর হয়ে যায়।

মূর্খ বিবেকহীন ব্যক্তির ক্রমশঃ অবনতি হয়। কবি ভর্তৃহরি এই বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে সুন্দরভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। গঙ্গা যেমন প্রথমে স্বর্গ থেকে শিবের মাথায়, তারপর শিবের মাথা থেকে হিমালয়ে, হিমালয় থেকে ভূমিতে, অতঃপর ভূমি থেকে সমুদ্রে পতিত হয় – ধীরে ধীরে নিম্ন থেকে নিম্নতর স্থানে আশ্রয় লাভ করে। সেরূপ মূর্খ বিবেকহীন ব্যক্তিদেরও শতপ্রকারে অবনতি হয়।

আগুনকে জলের দ্বারা প্রশমিত করা যায়, সূর্যের প্রখর তেজ ছত্র দ্বারা রুদ্ধ করা যায়, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের সাহায্যে মদমত্ত গজরাজকে বশীভূত করা যায়, লাঠি দিয়ে বৃষ বা গর্দভকে শান্ত করা যায়, ঔষধ সেবনের দ্বারা ব্যাধির উপশম করা যায়, বিবিধ মন্ত্রের প্রয়োগে বিষকে নিবারণ করা যায়, উপরিউক্ত সব কিছুরই ঔষধ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু মূর্খ পন্ডিতম্মন্য ব্যক্তিকে বশীভূত করার কোন ঔষধ শাস্ত্রে নেই। ভর্তৃহরি বলেছেন– "সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্"।

প্রঃ বিদ্বৎপদ্ধতি বিষয়ে ভর্তৃহরির মতামত আলোচনা কর। মান-১০

উঃ ভর্তৃহরির মতে, জগতে তিন রকমের মানুষ দেখা যায়– বিজ্ঞ, অজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞানী বা পন্ডিতম্মন্য। বিদ্বান সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। বিদ্বানের যোগ্য সমাদর রাজার অবশ্যকর্তব্য। রাজা সম্পদের অধিকারী, কিন্তু বিদ্যাধন সর্ব অবস্থায় অবিনশ্বর এবং অপহরণের অযোগ্য। সেই সম্পদ বিতরণ করলেও কমে না, বরং বেড়ে চলে এবং সব সময়েই অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে। সম্পদের প্রভাবে বিদ্যাকে স্তব্ধ করা যায় না। বিদ্যাই পুরুষের যথার্থ এবং শাশ্বত ভূষণ। স্বদেশে এবং বিদেশে বিদ্যাই যথার্থ বন্ধু, গুরু এবং দেবতা। কবিত্বশক্তি যাঁর আছে, রাজত্বও তাঁর কাছে তুচ্ছ। বিদ্বান ব্যক্তির সাহচর্যে পুরুষের অশেষ কল্যাণ হয়– চিন্তায় এবং ভাষায় স্বচ্ছতা আসে, যশ বিস্তৃত হয়। বিদ্বান ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করা রাজার পক্ষে বুদ্ধিহীনতা। তাই বলা হয় – "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে"।

শাস্ত্রবাক্যে সমৃদ্ধ শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগে বাক্য যাঁদের সুন্দর, শিক্ষা যাঁদের শিষ্যকুলে বিতরণের যোগ্য, যাঁরা খ্যাতিমান সেই কবিকুল যে রাজার রাজত্বে ধনহীন অবস্থায় বাস করেন সেই রাজা অবশ্যই জড়বুদ্ধি। বিদ্বান কবিদের অর্থ না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের কবিত্বশক্তি আছে, পান্ডিত্য আছে। তাই তাঁরা অর্থ ছাড়াই প্রভুত্বের অধিকারী। মণি মহামূল্যবান। কীটদষ্ট হলেও মণির মূল্য হ্রাস পায় না। সেই মণির মূল্য যাঁরা হ্রাস করেন, নিন্দার পাত্র সেই অযোগ্য পরীক্ষকেরাই।

রাজগণকে সম্বোধন করে ভর্তৃহরি বলেন – হে রাজগণ! বিদ্যা মহাধন। যে ধন চোর চুরি করতে পারে না, সব সময়েই যা কোনো এক অনির্বচনীয় আনন্দ দান করে, প্রার্থীদের মধ্যে দিবারাত্র বিতরণ করলেও যা কেবল বেড়েই চলে এবং প্রলয়কালেও যা ধ্বংস হয় না – সেই বিদ্যা নামক গুপ্তধন যাঁদের আছে, তাঁদের কাছে আত্মাভিমান পরিহার করে চলুন। তাঁদের কাছে স্পর্ধা দেখানোর ক্ষমতা কার আছে? যাঁরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন সেই পন্ডিতদের অবমাননা করবেন না। সদ্যোজাত মদজলের রেখায় কৃষ্ণবর্ণ যাদের গন্ডস্থল সেই গজকুলকে যেমন মৃণালের তন্তু দিয়ে বন্ধন করা যায় না, সেরকম তৃণের মতো অসার সম্পদ সেই পন্ডিতদের রুদ্ধ করতে পারে না।

ক্রুদ্ধ বিধাতা হংসের পদ্মবনে বিচরণের আনন্দই কেবলমাত্র নিঃশেষে বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু দুধ ও জলের পার্থক্য নিরূপণে তার যে নৈপুণ্যের খ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা তিনি নষ্ট করতে পারেন না। সেরূপ রাজাও বিদ্বান ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর পান্ডিত্য, যশ তিনি কখনও নষ্ট করতে পারেন না।

কেয়ূর বল, চাঁদের মতো উজ্জ্বল হার বল, স্নান বল, চন্দন বল, ফুল বল, চুলের প্রসাধন বল – কোন কিছুই পুরুষকে ভূষিত করে না। পরিশুদ্ধ যে বাণী পুরুষ ধারণ করে, একমাত্র সেই বাণীই পুরুষকে ভূষিত করে। আভরণসামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বাঙ্ময় যে

আভরণ তা চিরকালই আভরণ হয়ে থাকে। বিদ্যাই মানুষের উত্তম আকৃতি, বিদ্যাই মানুষের একান্তে রক্ষিত সম্পত্তি, বিদ্যাই ভোগের সাধন, যশ এবং আনন্দের নিদান। বিদ্যা গুরুজনেরও গুরুস্থানীয়। প্রবাসে বিদ্যাই বন্ধু, বিদ্যাই অভীষ্ট দেবতা। রাজসভায় বিদ্যারই সমাদর হয়, সম্পদের নয়। যার বিদ্যা নেই, সেই ব্যক্তি পশুতুল্য।

মানুষের যদি ক্ষমাগুণ থাকে তবে কবচের কী প্রয়োজন? যদি ক্রোধ থাকে তবে শত্রুকুলে কী প্রয়োজন? যদি জ্ঞাতি থাকে তবে আগুনের কি প্রয়োজন? যদি বন্ধু থাকে তবে ওষধিতে কি প্রয়োজন? যদি দুর্জন থাকে তবে সর্পের কি প্রয়োজন? যদি পরিশুদ্ধ বিদ্যা থাকে তবে ধনের কি প্রয়োজন? যদি লজ্জা থাকে তবে অলঙ্কারের কি প্রয়োজন? যদি উত্তম কবিত্বশক্তি থাকে তবে রাজত্বের কি প্রয়োজন?

আত্মীয়জনের প্রতি দাক্ষিণ্য, পরিজনবর্গের প্রতি দয়া, দুষ্টজনের প্রতি সর্বদা শঠতা, সজ্জনের প্রতি ভালোবাসা, রাজার প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, বিদ্বানের প্রতি সরলতা, শত্রুর প্রতি শৌর্য, গুরুজনের প্রতি সহনশীলতা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি বাচালতা দেখানো উচিত। যে সকল পুরুষ কলাবিদ্যায় এই রকম নিপুণ, তাদের উপরেই নির্ভর করে সংসারের স্থিতি। বিদ্বান ব্যক্তি যেহেতু বিনয়ী এবং সরল হন, তাই ভর্তৃহরি বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি সহজ-সরল আচরণের কথাই বলেছেন।

সজ্জনের সমাগম পুরুষের বুদ্ধির জড়তা নষ্ট করে, কথায় সত্যতা আনে, সম্মান বৃদ্ধি করে, পাপ দূর করে, চিত্তের প্রসন্নতা আনে, দিকে দিকে যশ ছড়িয়ে দেয়। পুণ্যবান এবং রসিকপ্রবর সেই সব শ্রেষ্ঠ কবিকুলের জয় জয়কার। তাঁদের কীর্তি-কলেবরে জরা এবং মরণের কোনো ভয় নেই। ভর্তৃহরি বলেছেন–

"জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসসিদ্ধাঃ কবীশ্বরাঃ।
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণজং ভয়ম্।।"